অবহেলিত সম্ভাবনা, বিস্মৃত অগ্রাধিকার:
বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদন পরিস্থিতির উন্নয়ন

নৌকায় অবস্থিত ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসককে দেখানোর জন্য অপেক্ষারত নারী ও শিশুরা
জিএমবি আকাশ/প্যানোস পিকচার্স

গত দু'দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি সফল পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, মাতৃস্বাস্থ্য নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি এবং টিকাদান বৃদ্ধি যা শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করেছে।[১] এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো রয়েই গেছে, বিয়ে ও প্রথম শিশু প্রসবের সময় নারীর কম বয়স[২], বিভিন্ন আর্থ–সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য, বিভিন্ন সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা এবং ফিস্টুলা ও অন্যান্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে তথ্যের অভাব[৩]। গণমাধ্যমে এসব বিষয়ে প্রতিবেদনচিত্রটি কীরকম?

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদনের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে ২০০৯ সালে একটি ছোট সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষাটি করা হয় বাংলা ও ইংরেজী পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন এবং

সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে। এতে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা হয়:

গণমাধ্যমে কী কী প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠান প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত হয়েছে তা নিয়মানুগভাবে দেখা এবং বিশ্লেষণ করা[৪]। এ বিশ্লেষণে গণমাধ্যম, গবেষণা ও মানবাধিকার এ তিনটি ক্ষেত্রে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গণমাধ্যম বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া ফলাফল পর্যালোচনা এবং সুপারিশ রচনার জন্য অংশীদারদের[৫] নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বর্তমান নিবন্ধটিতে সমীক্ষাটির মূল ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন পক্ষ আর্থাৎ নীতিনির্ধারক, সম্পাদক, গবেষণা পরিচালন, সুশীল সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও দাতাগোষ্ঠীর জন্য করা সুপারিশের রূপরেখা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষাটির মূল ফলাফলের মধ্যে রয়েছে:

- অংশীদার ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের মতে বাংলাদেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরো বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন গ্রহণের জন্য গণমাধ্যমের শ্রোতা–দর্শকের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণা, সাক্ষ্য–প্রমাণ ইত্যাদিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিচরণ এখনও যথেষ্ট নয়
- ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের মতে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে বেশ কিছু বাধা রয়েছে
- গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের গবেষণা ফলাফল সাধারণ মানুষের নাগালে আনার ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হতে হবে

আলোচনা সভায় বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ করা হয়েছে।

[১] আ. বারকাত এবং অন্যান্য (2009) *Child poverty and disparities in Bangladesh* (বাংলাদেশে শিশুর দারিদ্র্য ও বৈষম্য), ঢাকা বাংলাদেশ, ইউনিসেফের মানব উন্নয়ন তহবিল, pii. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও এ হার এখনও যথেষ্ট উঁচু – প্রতি ১০০০ জীবন্ত শিশু জন্মের মধ্যে ১৯৩টি মৃত্যু। দেখুন: www.unicef.org/sitan/files/Bangladesh_Child_Poverty_Study_2009.pdf

[২] এ.এম.টি ইকবাল আনোয়ার এবং অন্যান্য (২০০৪) *Bangladesh inequalities in utilization of maternal health care services – Evidence from Matlab* (বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ব্যবহারে বৈষম্য – মতলবভিত্তিক সাক্ষ্য), ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা (এইচএনপি), বিশ্বব্যাংক প্রকাশনা, পৃ.১০–১২। দেখুন: http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627-1095698140167/RPP2Bangladesh.pdf

[৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং জাতিসঙ্ঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) (২০০৪) *Thematic review of safe motherhood in Bangladesh (, pp.3–5. Bangladesh, UNFPA. Maternal mortality rate is still high at 302 per 100,000. See: http://www.unfpa-bangladesh.org/pdf/safe_motherhood_thematic_review.pdf*

[৪] A4 Consultants (2009) Report on Media Scan, Reporting on Sexual and Reproductive Health Information (যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যতথ্য বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের ওপর এফোর পরামর্শকদের প্রতিবেদন (২০০৯)), জুলাই ২০০৯। প্যানোসের পক্ষে গণমাধ্যম পর্যালোচনাটি সম্পাদন করে এফোর কনসালটেন্টস্। প্রতিবেদনটির আওতায় নেওয়া হয় দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, যুগান্তর, গ্রামের কাগজ, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও এটিএন বাংলায় নভেম্বর ২০০৮ থেকে এপ্রিল ২০০৯ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত প্রতিবেদন ও অনুষ্ঠানগুলোকে।

[৫] Report on Stakeholder Forum: Raising debate to improve media reporting on sexual and reproductive health (অংশীদারদের নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভার প্রতিবেদন: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মানোন্নয়নে বিতর্ক আহ্বান), আগস্ট ৩১, ২০০৯। প্রতিবেদনটির দ্বিতীয় পরিশিষ্টে আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা যুক্ত হয়েছে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ ও সম্প্রচার আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে সে বিষয়ে সভায় অংশগ্রহণকারীরা একমত হয়েছেন। তারপরও নভেম্বর ২০০৮ থেকে এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত প্রতিবেদনগুলোর পর্যালোচনা থেকে এগুলোর বিষয় ও গুণগত মানে অনেক অসঙ্গতি এবং ফাঁক ও সীমাবদ্ধতা পাওয়া গেছে।

সমীক্ষাটিতে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার জন্য প্রতিবেদনগুলোকে একটি বিষয়তালিকা ধরে সাজানো ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, কিশোর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলি, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে কোথায় ও কীভাবে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে পর্যালোচনায় তার ওপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা গেছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন করে ঠিকই তবে তা পত্রপত্রিকার নির্দিষ্ট বিভাগগুলোতেই সাধারণতঃ ছাপা হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় টিকাদান দিবস বা বিশ্ব এইডস দিবস ইত্যাদি জাতীয় জনস্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত বিশেষ দিনগুলোতে প্রতিবেদন ছাপানো পত্রিকাগুলোর একটি সাধারণ প্রবণতা। বছরের বাকি দিনগুলোতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে তুলনামূলক কম প্রতিবেদন করা হয়।

এছাড়া প্রতিবেদনগুলোর সিংহভাগ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে আর বাকি অনেক বিষয়ে হয় কম প্রতিদেন হয়েছে নতুবা একেবারেই হয়নি। যেমন, প্রতিবেদনের বিষয় হিসাবে এইচআইভ/এইডস এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা একেবারে ওপরের দিকে রয়েছে এবং প্রতিবেদক/লেখকরা এগুলোর ওপর বেশ প্রতিবেদন করেছেন। নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিবার পরিকল্পনা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে মোটামুটি নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে যৌনস্বাস্থ্য এবং কৈশোরকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য (বিশেষ করে পুরুষ কিশোরদের) ও এ সংক্রান্ত অধিকার এবং যৌন সংখ্যালঘু যেমন সমকামীদের অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন মোটের ওপর করাই হয়নি। বাল্যবিবাহ এবং কম বয়সীদের যৌনতা ও যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য জানার সুযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদনও লক্ষণীয় রকমের কম।

পর্যালোচনায় আরো বের হয়ে এসেছে যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো কদাচিৎ গবেষণাভিত্তিক হয়; এর ফলে একদিকে এগুলোর প্রামাণ্যতার যেমন অভাব থাকে তেমনি সাধারণ মানুষকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যথার্থ আগ্রহী করে তোলার মতো যথেষ্ট জোরও প্রতিবেদনগুলোতে থাকে না। এছাড়া আরো বেশ কিছু ত্রুটিও চোখে পড়ে যেমন প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিবৃতির যথেষ্ট ভিত্তি না থাকা, তথ্য বা বিবৃতির উৎস যথাযথভাবে উল্লেখ না করা বা তথ্য যাচাই না করা।

একইসঙ্গে গণমাধ্যমে এ বিষয়গুলোর ওপর রিপোর্ট করার জন্য সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবেদন, মৌখিক বিবৃতি, কোনো গণমাধ্যম কর্তৃক বিষয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তাঁদের রেকর্ডকৃত বক্তব্য এগুলোর ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করা হয়। এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা কোনো বিষয়ে গবেষণার ফলাফলভিত্তিক পর্যালোচনা গণমাধ্যমে কমই আসে। এ ধরনের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে পাঠক ও শ্রোতা–দর্শকের সাড়া কেমন তা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি।

গণমাধ্যমে গৃহস্থালি নির্যাতনের শিকার নারীদের নাম ও ছবি ছাপানোর যে সংস্কৃতি গণমাধ্যমগুলোতে প্রচলিত তা ইতিমধ্যে অনেক নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এতে স্পষ্ট যে যাঁদের ওপর প্রতিবেদন তাঁদের গোপনীয়তা ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে গণমাধ্যমে সম্পৃক্তরা খুব কমই সচেতন।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো

ক) আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা

অংশীদারদের নিয়ে সভাটি আয়োজিত হয় ২০০৯ সালের মাঝামাঝি। এতে গণমাধ্যম, গবেষণা ও মানবাধিকার খাতে কর্মরত মুখ্য ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন। সভায় গণমাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আলোচিত হয়। আলোচনা সভায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান কিছু প্রধান বাধা তুলে ধরা হয় এবং এ ধরনের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম আরো ভালভাবে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে চিহ্নিত বাধাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদন করার ব্যাপারে সম্পাদকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা না পাওয়া:** প্রায় সময়ই সাংবাদিকরা যখন নিজে থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন করতে চান তখনও তাঁরা তাঁদের সম্পাদকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পান না। সম্মুখ সারির একটি বাংলা দৈনিকের একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জানান স্বাস্থ্য বিষয়ে সাংবাদিকতায় আগ্রহ নিয়ে "সবসময়ই আমার সম্পাদকের সঙ্গে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে।... [তাঁর] মতে স্বাস্থ্য নিয়ে অতিরিক্ত প্রতিবেদন করলে তা আমাদের বাজার নষ্ট করবে।" তিনি আরো জানান তাঁর পত্রিকা কর্তৃক সম্প্রতি পরিচালিত একটি পাঠক মতামত জরিপে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলোতে পাঠকদের কম আগ্রহের বিষয়টি উঠে এসেছে। একটি পত্রিকার পাঠক ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং "সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে লাভের বিষয়টি" মাথায় রাখার যে বাস্ত বতা সে ব্যাপারে সভায় অংশগ্রহণকারীরা একমত হন।

- **স্বাস্থ্য ও গবেষণা ভিত্তিক প্রতিবেদনের ব্যাপারে পাঠকদের আগ্রহ দুর্বল:** ওপরের বিষয়টির মতো এটিও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা। স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রতিবেদনের একটি সবল সংস্কৃতি গড়ে না ওঠা এবং সাক্ষ্য–প্রমাণভিত্তিক বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন যথেষ্ট পরিমাণে না হওয়ার পেছনে দর্শক চাহিদার অভাবকে একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন না হওয়ার জন্য প্রতিবেদকের মনোযোগহীনতাই যে দায়ী তা না এক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদার অভাব একটি বড় কারণ। সভায় একজন অংশগ্রহণকারী বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "... বেশির ভাগ পাঠকই সংবাদে তথ্য–উপাত্তের উৎস যে খোঁজ করেন ব্যাপারটা সেরকম না।"

- **সাংস্কৃতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যম সম্পাদক ও ব্যবস্থাপকরা প্রতিবেদন করতে চান না:** সভায় অংশগ্রহণকারীদের মনে হয়েছে যে অনেক সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক যৌনতা এবং যৌন সংখ্যালঘুদের অধিকারের মতো সাংস্কৃতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রতিবেদন করাতে চান না। সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং রক্ষণশীল ধরনের বিষয়ে প্রতিবেদন করার দিকেই তাঁদের বেশি আগ্রহ। সুতরাং নারী নির্যাতনের ওপর প্রচুর প্রতিবেদন দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু বিষয় হিসাবে এর "জনপ্রিয়তা" বেশি কিন্তু যৌন সংখ্যালঘুদের (সমকামী বা যৌনকর্মী) ওপর নির্যাতন বিষয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যা খুবই কম যেহেতু সামাজিকভাবে এগুলো স্পর্শকাতর অথবা নিষিদ্ধ বিষয়।

  সভায় অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ সংবাদকর্মীদের একটি মানসিকতাকে বাস্তবভিত্তিক নয় বলে মত দিয়েছেন, যে মানসিকতা থেকে সংবাদকর্মীরা মনে করে থাকেন সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর কিছু কিছু বিষয়কে একটা বিশেষ ধরনের ভাষার ছাঁচে ফেলে পরিবেশন করতে হবে। যৌন ও প্রজনন

স্বাস্থ্য বিষয়ে লেখালেখি বা প্রতিবেদনে ধোঁয়াটে ভাষা ব্যবহারের কারণে রচনাগুলো স্পষ্টতা হারায়, পাঠকের কোনো কাজে আসে না এবং তাঁর আগ্রহ জাগাতে ব্যর্থ হয়।

- **বিষয়ের গুরুত্ব নির্ধারণে দাতাগোষ্ঠীর প্রভাব কাজ করে:** সভায় অংশগ্রহণকারী অনেকের মতে গণমাধ্যমে কোন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হবে কোনটি নয় তা নির্ধারণে দাতাগোষ্ঠীর প্রভাবের বেশ ভূমিকা আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এইচআইভি–এইডস দাতাগোষ্ঠীর অগ্রাধিকারের বিষয় বলেই গণমাধ্যমেও তা গুরুত্ব পায়, আর্থাৎ দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক গণমাধ্যমকে এ বিষয়টি "খাওয়ানো" হয়েছে।

- **গণমাধ্যম ও গবেষক উভয়ের মধ্যে সচেতনতার অভাব:** সভায় অংশ নেওয়া সাংবাদিক ও সম্পাদকদের অধিকাংশ একমত হয়েছেন যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের নানা দিক সম্পর্কে সম্পাদক ও প্রতিবেদকদের মধ্যে সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিধি উভয়ই বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য বিশেষ করে গবেষকদের সঙ্গে তাঁদের আরো ভাল সমন্বয় হওয়া দরকার। তাঁরা মনে করেন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ–প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে পারলে তা পাঠকেরও আগ্রহ বাড়াবে।

  অংশগ্রহণকারী সকলেই একমত হয়েছেন যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ–প্রতিবেদনের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও সার্বিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন লিঙ্গ সমতা ও নারী অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি যার অন্যতম।

খ) প্রতিবেদন করা এবং গবেষণা প্রতিবেদন ব্যবহারে সংবাদকর্মীর দক্ষতার অভাব

গণমাধ্যম পর্যালোচনার এ সমীক্ষায় সংবাদকর্মীদের গবেষণা প্রতিবেদন ব্যবহার বিষয়টিতে নিচে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দেওয়া হয়েছে:

- নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞরা নীতি সংক্রান্ত যেসব বিবৃতি দিয়ে থাকেন সংবাদকর্মীরা সেগুলো বিশ্লেষণ করেন না
- পাঠক–শ্রোতা–দর্শকের কাছে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ
- গবেষণার কলাকৌশলগত (technical) বিষয়গুলো বোঝা বা ব্যবহারের জন্য দরকারি দক্ষতার অভাব
- সংবাদ পরিবেশনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা না করা বা স্পর্শকাতর বিষয় পরিবেশনে দরকারি সচেতনতার অভাব। যেমন, ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা বা এমন সব তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা হানি করে।
- প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠককে সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করা
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদকে সাধারণ বিবৃতিমূলক করে ফেলা যার ফলে এতে নির্দিষ্ট তথ্য থাকে না, প্রতিবেদনগুলো ম্যাড়মেড়ে ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে

সভায় প্রিন্ট গণমাধ্যমকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন, বিভিন্ন গবেষণা, গোলটেবিল বৈঠক ও সম্মেলনের প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রশংসা করা হয় তবে বিশ্লেষকরা বলেন যে মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে এবং অনুসন্ধানের ফলাফল এবং বিভিন্ন পক্ষের যুক্তিতর্ক ভিত্তিক প্রতিবেদনের বদলে বক্তার বক্তব্যভিত্তিক দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠকের আগ্রহ জাগাতে খুব একটা সমর্থ হয় না।

গ) গবেষকের দিক থেকে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের অভাব

সংবাদ–প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার সীমিত ভূমিকার বিষয়টি যেমন এ সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে তেমনি এও বেরিয়ে এসেছে যে গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজগুলো যাতে সঠিক জায়গায় পৌঁছায় এবং ব্যবহারযোগ্য হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি।

নীতিনির্ধারক ও গবেষকরা কৈশোরে গর্ভধারণ, কিশোর স্বাস্থ্য, যৌন সংখ্যালঘুর মতো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছেন না বলে অংশগ্রহণকারীরা মত দিয়েছেন। সংবাদকর্মীদের কাছে যেমন তেমনি জাতীয় এজেন্ডাতেও এসব বিষয় তাঁরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে পারছেন না।

উপসংহার

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে আরো খোলামেলা আলোচনার জন্য বাংলাদেশের জনগণ এখন অনেকটা প্রস্তুত এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত গবেষকবৃন্দ এবং সংবাদকর্মীরা উভয়ই একমত হন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে সংবাদকর্মী এবং গবেষক উভয় পক্ষকেই এসব বিষয়ে আরো প্রামাণ্য প্রতিবেদন করার দিকে এবং সংবাদ পরিবেশনের ধরন যাতে পাঠককে আকৃষ্ট করে ও তাঁদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। একইসঙ্গে তাঁরা স্বীকার করেন যে ১. সাংবাদিক ও সম্পাদকদের নিজেদের মধ্যকার চাপ একটা বিরাট বাধা এবং ২. গবেষকদের তাঁদের কাজ সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে আরো সক্রিয় হতে হবে।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আরো গণমাধ্যমে আরো শক্তিশালী এবং অর্থবহ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে অংশীদারদের পরস্পরের মধ্যে জোরদার অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত গণমাধ্যম, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে জড়িত সকলেই নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। একইসঙ্গে তাঁরা মনে করেন এক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক, দাতাগোষ্ঠী এবং পত্রিকা প্রকাশকদের এ বিষয়ে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক–সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে একটি সার্বিক প্রচেষ্টা দরকার।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন, "জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যম অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং গণমাধ্যমের অবশ্যই সেই চাপ তৈরি করা উচিত।" গণমাধ্যম "যৌনতা সম্পর্কে রহস্য তৈরি করা বা রাখঢাকের সংস্কৃতি মোচন এবং বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত দেশের নাগরিকদের যৌনতা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার" ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, "জনসাধারণের মতামত সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করার মতো সামর্থ্য রয়েছে।"

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের যথেষ্ট মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য গণমাধ্যম কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এ সংক্রান্ত সংবাদ–প্রতিবেদনগুলোতে গবেষণার ফলাফলও যথেষ্ট প্রতিফলিত হচ্ছে না। কম বয়সী নাগরিকদের যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সম্প্রতি নির্মিত মাল্টিমিডিয়া প্রচারণা যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বেতার সম্প্রচারিত জানতে চাই জানাতে চাই এবং এইচআইভি–এইডস সংক্রমণ রোধে টেলিভিশনে প্রদর্শিত বাঁচতে হলে জানতে হবে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি ও প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়ায় বেশ সমালোচিত হয়েছে।

অংশীদারদের জন্য সুপারিশ

নীতিনির্ধারকরা কী করতে পারেন?

সংবাদ প্রকাশিত হলে দেশের রক্ষণশীল রাজনৈতিক পক্ষগুলো থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে এই ভয়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন করার জন্য আগ্রহী সংবাদকর্মীদের ঠেকিয়ে না রেখে নীতিনির্ধারকরা বরং এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তা জানতে গবেষণা আহ্বান করতে পারেন। ইতিহাস বলে বাংলাদেশে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশে জনসাধারণের কখনও বড় ধরনের বাধা ছিল না। তাছাড়া অতীতে এসব ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল সেটিও অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধা গণমাধ্যমকর্মীরা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এসব প্রতিবেদন করার জন্য সংবাদকর্মীদের মধ্যে উপযুক্ত দক্ষতাও সৃষ্টি করা জরুরি। এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়াটিকে নীতিনির্ধারকরা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। এ ধরনের সমন্বয় সংবাদকর্মীদের মধ্যে দরকারি যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা গণমাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো আরো ভালভাবে উপস্থাপন করার জন্য অত্যাবশ্যক।

সম্পাদকরা কী করতে পারেন?

পত্রিকা সম্পাদকরা বর্তমানে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য জায়গা দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে আরো সক্রিয় হতে চান কিন্তু তাঁরা এসব বিষয়ে পাঠকদের আগ্রহের অভাব ও পত্রিকার আর্থিক লাভের বিষয়গুলো বিবেচনা করে বেশ সতর্ক থাকেন। এক্ষেত্রে সম্পাদকদের জন্য জরুরি কর্তব্য হবে পাঠকদের কম আগ্রহের কারণগুলো সন্ধান করা। অনুসন্ধানের ফলে বেরিয়ে আসতেই পারে যে সংবাদের বিষয়টির জন্য নয়, বরং এ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের ধরন–ধারনই আসলে পাঠকের আগ্রহ জাগায় না। বাংলাদেশে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় সম্পাদকদের উচিত গণমাধ্যম ও ভোক্তা উভয়েরই স্বার্থ রক্ষা করা। সেটা তাঁরা পারবেন এভাবে: ১. গুণগত মানসম্পন্ন, গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা, ২. আগ্রহ জাগানোর মতো করে এ সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা এবং ৩. নিয়মিতভাবে পাঠক প্রতিক্রিয়া জানার ব্যবস্থা করা।

গবেষণা পরিচালকরা কী করতে পারেন?

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের মান উন্নয়নে গণমাধ্যম ও গবেষকদের মধ্যে সহযোগী মনোভাব অত্যন্ত জরুরি। সংবাদকর্মীর পক্ষে পরিভাষা বোঝাই জটিল গবেষণা প্রতিবেদনকে তাঁর সংবাদের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা কঠিন। গবেষণা পরিচালনকরা এক্ষেত্রে সংবাদকর্মীর জন্য গবেষণা সম্পর্কে জানার আরো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন এবং সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের বোঝার উপযুক্ত ভাষায় গবেষণাগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। গবেষকদের মধ্যে গণযোগাযোগের দক্ষতা তৈরিতে বিনিয়োগ করা উচিত যার মধ্যে রয়েছে আগ্রহী সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি ও সাক্ষাৎকার প্রদানের দক্ষতা সৃষ্টি।

সুশীল সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো কী করতে পারে?

সুশীল সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণ এবং গণমাধ্যমের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করতে পারে। এজন্য তারা সাংবাদিকদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলো জানাতে পারে এবং সংবাদকর্মীদের সূত্র ধরিয়ে দিতে পারে যা অনুসরণ করে তাঁরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে পারেন। এ ধরনের সূত্রের মধ্যে রয়েছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার শিকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ যাঁদের বাস্তব কাহিনী প্রতিবেদনে প্রাণ সঞ্চার করবে। উন্নয়ন সংস্থা ও জনগণের সহযোগী

হিসাবে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরো সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে। জনগণের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকার কারণে সুশীল সমাজভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অবহেলিত বিষয়গুলোতে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সংবাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে কাজ করতে পারে।

দাতাগোষ্ঠী কী করতে পারে?

দাতাগোষ্ঠী এক্ষেত্রে যেসব কাজ করতে পারে: ১. গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ যা থেকে নির্দিষ্ট ফলাফল আসবে ২. গণমাধ্যম সংক্রান্ত গবেষণায় বিনিয়োগ এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংবাদ–প্রতিবেদন বিষয়ে সমাজের ধারণা জানার লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণায় সহায়তা প্রদান এবং ৩. এ ধরনের বিষয়ের ওপর গণমাধ্যমে যাতে আরো বেশি সংবাদ পরিবেশিত হয় তার উপযুক্ত পরিসর সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সংলাপ আয়োজন করা। তাছাড়া দাতাগোষ্ঠী যেসব সংবাদকর্মীর মধ্যে জনসেবার আগ্রহ রয়েছে এবং যাঁরা স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিবেদন করতে আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে গবেষকদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। দাতাগোষ্ঠী গণমাধ্যম আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক ও সম্মেলনের উদ্যোগগুলোর বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে বলে এ সমীক্ষাটির প্রতিবেদনে আভাস পাওয়া গেছে। দাতাদের বরং উচিত হবে সেই অর্থ সাংবাদিক ও গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এ দুই পক্ষের সঙ্গে সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির কাজে ব্যয় করা। এতে করে গণমাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন জরুরি প্রসঙ্গে প্রামাণ্য এবং বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত রচনা Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License–এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। প্রকাশিত লেখাগুলো আংশিক বা পূর্ণ উদ্ধৃত, প্রকাশ বা অনুবাদ করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে এগুলোর উৎস যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং যেসব রচনায় উল্লেখ করা হবে সেগুলোর ওপর পাঠকের/ব্যবহারকারীর মুক্ত অধিকার থাকতে হবে।

এ প্রকল্পটি প্যানোস লন্ডনের রিলে কর্মসূচি কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট স্টাডিজ–এর গবেষণা কর্মসূচি "অধিকার বাস্তবায়ন" এবং প্যানোস সাউথ এশিয়া'র সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং এ–ফোর কনসালটেন্টস্।

© প্যানোস, সেপ্টেম্বর ২০১০, কিছু অধিকার সংরক্ষিত

চিত্র
© আলোকচিত্রী/প্যানোস পিকচার্স। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সব ছবি প্যানোস পিকচার্স **www.panos.co.uk** থেকে প্রাপ্ত।

RELAY

রিলে কর্মসূচিটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সঙ্গে গবেষকদের সংযোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে কাজ করছে। কর্মসূচিটি সারা বিশ্বে প্যানোস রিলে নেটওয়ার্ক কর্তৃক বাস্তবায়িত।

রিলে কর্মসূচি সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন:
www.panos.org.uk/relay

PANOS LONDON ILLUMINATING VOICES

সংক্ষিপ্ত এ বিবরণ ওয়েলকাম ট্রাস্ট–এর সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এর মিল না–ও থাকতে পারে।

প্যানোস লন্ডন
৯ হোয়াইট লায়ন স্ট্রীট
লন্ডন, এন১ ৯পিডি
টেলিফোন: +৪৪ (০) ২০ ৭২৭৮ ১১১১
ফ্যাক্স: +৪৪ (০) ২০ ৭২৭৮ ০৩৪৫
info@panos.org.uk, www.panos.org.uk

PANOS SOUTH ASIA

wellcome trust

প্যানোস লন্ডন সারা বিশ্বে কর্মরত প্যানোস নেটওয়ার্কের অংশ। এ নেটওয়ার্ক তথ্যের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে যা পৃথিবীতে যুক্তিতর্ক, বহু মতবাদ এবং গণতন্ত্র চর্চা উত্তরোত্তর ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।
আরো জানতে দেখুন:
www.panos.org

ডিজাইন: তুষার/দৃক, প্রচ্ছদ: দৃক, বাংলাদেশ (publication@drik.net)